ইনকিলাব

ঢাকা, শুক্রবার ২১ ফাল্গুন ১৪১৬, ৫ মার্চ ২০১০

উন্নয়নে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব

ড. এম. আজিজুর রহমান

ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যবসায়ী ও ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং ব্যক্তিবর্গ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা নিয়ে আমরা কম/বেশি সবাই সমালোচনা ও আলোচনায় মুখর থাকি। একটি সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্যে দেশ, জাতি ও সমাজের মেরুদণ্ড ধরে রাখার স্বার্থে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকল্প নেই। ব্যবসায়ের গুরুত্ব কতটুকু তা আমরা ভাল করে ভাবি না। চায়ের টেবিল, রাস্তাঘাট, অফিস-আদালত ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক জায়গা ও পরিবেশে প্রায়শই শুনা যায় ব্যবসায়ীরা অসৎ, দুশ্চরিত্রবান, নৈতিকতাহীন, অমানবিক ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় ভর্ৎসনা।

ব্যবসায়ী বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সমাজের বিভিন্ন পরিচিত, অপরিচিত বন্ধু-বান্ধবসহ শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব ব্যবসায়ীকে আমরা 'ব্যবসায়ী' বলে গালি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করি না। এমনকি বেসরকারি খাতে পরিচালিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লিনিক, হাসপাতাল এবং সামাজিক প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এবং এসবের কার্যক্রমের প্রতি প্রায়শই আমরা সমালোচনায় উৎসাহী হই। বেসরকারি হাসপাতালে রোগ নিবারণের নামে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে আমরা ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে আখ্যায়িত করি। বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিম্ন স্তর থেকে উচ্চ স্তর পর্যন্ত যেমন- কিন্ডার গার্টেন থেকে শুরু করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ শিক্ষাসহ সবগুলোকে এ বলে গালি দেই- 'একটা ব্যবসা পেয়ে বসেছে।'

যে কোন সমাজে যে কোন ব্যক্তি বা ওই ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পরিবার চায় তাদের আর্থিক ও সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের উপযোগ ও পারিবারিক জীবনে সুখ-ভোগ সর্বোচ্চ পর্যায়ে বৃদ্ধি করতে। একইভাবে একটি দেশ, জাতি ও সমাজ, সরকার এবং ওই দেশের রাজনীতিবিদ, সরকার ও সরকারি প্রশাসনের ওপর রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়। মানব কল্যাণসাধন, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং বিশেষ করে আর্থিক উন্নয়ন সাপেক্ষে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন, আইনী প্রক্রিয়া, আইনের প্রয়োগ ইত্যাদি করে জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনে সরকার ও সরকারি প্রশাসন প্রচেষ্ট হয়।

জাতীয় উদ্দেশ্যগুলোর ভেতরে জাতীয় অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসাধন গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- দেশের আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, বেকার সমস্যা দূরীকরণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, বাজার মূল্যের স্থিতিস্থাপকতা আনয়ন ইত্যাদি। এসব উদ্দেশ্য সাধনই হল সরকারি দায়-দায়িত্ব।

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ, যেখানে কম/বেশি ৫০ ভাগ লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশসহ অনেক উন্নয়নশীল ও এমনকি উন্নত দেশও কৃষি খাতে ভর্তুকি দিয়ে থাকে। খাদ্য নিরাপত্তা প্রদান ও খাদ্যদ্রব্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বাজার মূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার ভেতরে ধরে রাখতে কৃষি ভর্তুকির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অনেক দেশের মতো আমরাও কৃষি ভর্তুকি দেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আরো বেশি ভর্তুকি দেবার প্রয়োজন হয়। সামাজিক ও মানবিক কারণে হলেও কৃষি ভর্তুকি আমাদের দিতে হবে। মনে রাখতে হবে ভর্তুকির প্রধান উৎস হচ্ছে সরকারের আয়করজনিত আয় উপার্জন।

বাংলাদেশে ২৭ লাখ লোকের tax return form থাকলেও প্রকৃত tax দাতার সংখ্যা মাত্র ৭ লাখ বা ০.৫%। আবার প্রকৃত tax দাতাদের বেশিরভাগই হচ্ছে ওপরে উল্লেখিত বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ীবৃন্দ। তাই কৃষি ভর্তুকি বৃদ্ধির স্বার্থে হলেও ব্যবসায়ীদের ক্ষমতায়ন বা ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। আবারও উল্লেখ্য, কৃষি ভর্তুকি বৃদ্ধিসহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যবসায় বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের মেরুদণ্ড রক্ষার্থে ব্যবসায় বাণিজ্যের কোন বিকল্প নেই। মনে রাখতে হবে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নয়নই হচ্ছে একটি জাতির জাতীয় উন্নয়ন।

মানবজীবনে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের প্রায় সবকিছুই সংগঠিত হয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সাধনে। অতি সম্প্রতি কিছু মিডিয়া প্রতিষ্ঠান যেমন প্রিন্টেড মিডিয়া (Printed media), দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন এবং শিক্ষা বিষয়ক ম্যাগাজিন, রেডিও বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলসহ অনেক ধরনের ব্যবসা একটার পর একটা আবিষ্কৃত হচ্ছে। উদ্দেশ্য মূলত ব্যবসা। ব্যবসায়ীরা বিভিন্নভাবে প্রতিহিংসুক হয়ে থাকে। বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক প্রচ্ছদ পাতায় প্রায়শই দেখা যায় উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক 'বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য'। জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বাণিজ্য নয় বা বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট নয় এমন একটি শব্দের উল্লেখ করা হোক বললে তিনি বলেন- 'মাতৃস্নেহ'। কিন্তু তিনি জানেন না মাতৃস্নেহের ভেতরও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের নবেল বিজয়ী প্রফেসর Garry. S. Baker-এর মতে পিতা-মাতা কম মেধাবী ছেলে-মেয়েদের material capital তুলনামূলকভাবে বেশী দিয়ে থাকেন। আবার পিতা-মাতা অনেক সময় সক্ষম ও ক্ষমতাবান ছেলে-মেয়েদের ওপর বৃদ্ধকালীন নিরাপত্তা (old-age-security) সাপেক্ষে নির্ভরশীল হয়। ক্ষমতাবান ছেলে-মেয়েদের কাছে কাছে ধরে রাখে। তাই বলা হয়, মাতৃস্নেহের মধ্যেও ব্যবসায়-বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট স্বার্থপরতা বিদ্যমান। মানুষ কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। কেউ ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং কেউ মজুরি ভাতাদির বিনিময়ে বিভিন্ন কর্মসংস্থানে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে শ্রম বিক্রয় করে। আবার কেউ আত্মকর্মসংস্থান হিসেবে নিজস্ব শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আয়, উন্নতি করে জীবিকা নির্বাহ করে। প্রশ্ন থেকে যায়, সংস্কৃতিগতভাবে শ্রম বিক্রয়, চাকরি বা বিভিন্ন ধরনের সেবা সংশ্লিষ্ট নিয়োগ ইত্যাদিকে আমরা ব্যবসায় না বলে service বলে থাকি। সার্ভিস ব্যবসায় থেকে শুধু সংস্কৃতিগত কারণে আলাদা করে দেখার কারণে আলাদা। আসলে সার্ভিস ও ব্যবসায় আলাদা নয়। প্রকৃতপক্ষে সার্ভিস বা পরোক্ষভাবে সার্ভিস ব্যবসা এবং প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি জীবিকা নির্বাহের স্বার্থে সার্ভিস ও ব্যবসা এবং ঘুরে ফিরে সবই ব্যবসা। পিতা-মাতা ছেলে-মেয়েদের মানবসম্পদে রূপান্তর সাপেক্ষে জ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি ও শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি অর্জনে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে। As a rate of return to investement in children's education, children work, provide services to the society and earn an wage income for their life and living, which is a business in a real or in any sence।

প্রকৃত অর্থে চাকরি, চাকরি করা এবং মুজরি আয় উপার্জন ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আসলে ব্যবসা। চাকরিও বিভিন্ন ধরনের হয়। কেউ আমরা মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আবার কেউ শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে চাকরি করি। মেধা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে চাকরিকে বলে White এবং Blue collar job। শারীরিক পরিশ্রমজনিত চাকরিকে বলে Menial Job যেগুলো সবই ব্যবসা। প্রশ্ন থেকে যায় রাজনীতিবিদ, সরকার ও সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কোনও ব্যবসায়-বাণিজ্য করে কিনা? একটি দেশ ও জাতির মেরুদণ্ড রক্ষার্থে সরকারকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আয়কর আদায়ের ব্যবসা করতে হয়, যা থেকে সরকার সরকারীখাতে উৎপাদন, সেবা, প্রশাসন, শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা, সামাজিক অবকাঠামোগত মূলধন সৃষ্টি ইত্যাদি অনেক ধরনের বিনিয়োগ করে। এ বিনিয়োগ থেকে উৎপাদিত আয় সরকারের ঘরেই যায়। সরকারের অস্তিত্ব এবং দেশ ও জাতির মেরুদণ্ড রক্ষার্থে সরকারকে আয়কর এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের আয়-উপার্জন করতে হয়।

সরকারী আয়করের উৎস হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের আয়করদাতা এবং তাদের আর্থিক ক্ষমতা যেমন সাধারণ মানুষ, ব্যবসায়ী, কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত চাকরিজীবী ইত্যাদি। সাধারণ মানুষ ও চাকরিজীবী থেকে শুরু করে স্বয়ং সরকারসহ আমরা সবাই প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায়ী, ব্যবসা করি এবং ব্যবসা করে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করি। আর না বোঝে একজন আরেকজনকে ব্যবসায়ী বলে হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করি। ব্যবসায়-বাণিজ্য বিভিন্ন ধরনের হয়, যেমন- সরকার ও বেসরকারীখাতের ব্যবসা, ম্যানুফ্যাকচারিং, ট্রেডিং, ট্রান্সপোর্ট, Smuggling, Brokery, Commission agent, Business service যেমন- Customs clearence (C&F), Income tax services এবং Service-oriented business বা সেবামূখী ব্যবসা। সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্নখাত, খাতওয়ারী ব্যবসায়-বাণিজ্য, দেশে-বিদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য, আন্তর্জাতিকভাবে পরিচালিত ব্যবসায়-বাণিজ্য বা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়, দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে চাকরি, জনশক্তি নিয়োগ ও জনশক্তি রফতানী, ঘুরে ফিরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সবকিছুই ব্যবসা। ব্যবসায়-বাণিজ্যই জীবিকা নির্বাহের উপায়। সংক্ষেপে জীবনমানে উন্নয়নের প্রেক্ষিতেই ব্যবসা। মালিকানা ভিত্তিতেও ব্যবসা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন মালিকানায় বিভিন্ন ব্যবসা, একক মালিকানাধীন ও পরিবার পরিচালিত ব্যবসা, যৌথ মালিকানাধীন, Private limited company, public limited company ও corporation ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়-বাণিজ্য।

মানবজীবনে ব্যবসায়-বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টতরভাবে প্রতীয়মান হয় যে- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিটি মানুষই ব্যবসায়ী। ব্যবসা ছাড়া মানুষ নেই। আবার মানুষ ছাড়া ব্যবসা নেই। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারী ও সেরকারী ব্যবসায়-বাণিজ্য, সেবাধর্মী বা সার্ভিস নামীয় ব্যবসা সবকিছুই প্রকৃত অর্থে ব্যবসা। মানুষ, জীবনমান এবং মানবিক ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যবসায়-বাণিজ্যের কোন বিকল্প নেই। যতো বেশী ব্যবসা ততো বেশী উৎপাদন। ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট দেশী-বিদেশী চাকরি, সরকারের ট্যাক্স আয় ও আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণও ব্যবসায়-বাণিজ্য তুল্য। সাধারণ মানুষের আয়-উন্নতি বৃদ্ধি এবং সরকারের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সামগ্রীকভাবে জাতীয় উন্নয়ন সাপেক্ষে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। বেশী রীতি-নীতি করে বা অতিমাত্রায় আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। মাত্রাতিরিক্ত রীতি-নীতি অপ্রত্যাশিতভাবে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির জন্ম দেয়। দেশের সার্বিক উন্নয়নে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সফল সহায়ক হিসেবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজন হচ্ছে ব্যবসা সংক্রান্ত উদার ও উৎপাদনমুখী আইন, বিধিবিধান, রীতি-নীতি প্রণয়ন এবং এর সুষ্ঠু প্রয়োগ। ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।